যুগান্তর

তারিখ 17 MAY 2009
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আর প্রাথমিক স্তরে মাদ্রাসা, ইংরেজি এবং বাংলা— সব মাধ্যমে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ পরিচিতি এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে।

শনিবার শিক্ষানীতি কমিটির দ্বিতীয় সভায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভা

সভায় সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রচলিত তিনটি বিভাগের সঙ্গে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা' বিভাগ নামে একটি বিভাগ খোলা এবং স্থায়ী শিক্ষাকমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মোট তিনজন সদস্য লিখিতভাবে প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। প্রত্যেক সদস্যই এভাবে প্রস্তাব জানাবেন। সকালে রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে কমিটির সভা শুরু হয়। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি এক ঘণ্টা পর চলে যান। পরবর্তীতে কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমিটির ১৭ সদস্যের মধ্যে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। কমিটি ২০০০ সালের ড. শামসুল হক কমিশনের 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অধিকাংশ গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় কার্যদিবসের কার্যক্রম শুরু করেন। এদিন কেবল প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তর নিয়ে আলোচনা হয়। সদস্যরা প্রাথমিক স্তরে 'একমুখী' শিক্ষা

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

হবে শিক্ষার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চালুর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। একমুখীর সংজ্ঞা হল— মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম এবং বাংলা মাধ্যম প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একই ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়াবে। একই ধরনের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে থাকবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ শিক্ষা/পরিচিতি এবং শারীরিক শিক্ষা। এর বাইরে প্রত্যেক মাধ্যম নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঠ্যবই নির্বাচন করবে। কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ জানান, ইংরেজি প্রথম না তৃতীয় শ্রেণী থেকে চালু হবে, তা ঠিক হয়নি। এ নিয়ে সদস্যদের মতামত হচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঐচ্ছিক থাকবে। প্রতিষ্ঠানই নির্ধারণ করে নেবে পড়াবে কিনা। তবে তৃতীয় থেকে অবশ্যই পড়াতে হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তর তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতে চান। তবে তা ধাপে ধাপে করার প্রস্তাব থাকবে। কেননা, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শিক্ষক নিয়োগ বিষয়টি এ সঙ্গে জড়িত।

সভায় অধ্যাপক ফখরুল আলম, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ এবং সিরাজউদ্দিন আহমদ লিখিতভাবে প্রস্তাব পেশ করেন। অধ্যক্ষ ফারুকের প্রস্তাবে বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ এবং মানবিকের সঙ্গে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিভাগ' নামে একটি বিভাগ চালু ও স্থায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করা হয়। তার প্রস্তাবে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির একাধিক সদস্য জানান।